সাইয়িদা ফাতিমা বিনতে খলীল

ফিরে এসো নীড়ে

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ২৫-২৮
ইতিহাসে নারী : মর্যাদা ও অবস্থান

গ্রিক সভ্যতায় নারী--২৫
রোমক সভ্যতায় নারী--২৬
হিন্দু ধর্মে নারী--২৬
ইহুদি ধর্মে নারী--২৬
খ্রিস্ট ধর্মে নারী--২৭
প্রাক-ইসলামী আরবে নারী--২৮

দ্বিতীয় অধ্যায় ২৯-৩৯
ইসলামে নারী : মর্যাদা ও অবস্থান

১. বেঁচে থাকার অধিকার--৩০
২. স্বত্বাধিকার ও হস্তক্ষেপ--৩১
৩. বিবাহপ্রস্তাব গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান--৩১
৪. শিক্ষা অর্জনের অধিকার--৩২
৫. স্বামী থেকে বিচ্ছেদ-গ্রহণের অধিকার--৩৩
নারী পুরুষ একই মূল থেকে সৃষ্ট--৩৩
ইহুদিদের আরোপিত অভিশাপ থেকে মুক্তি--৩৪
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন সম্মান--৩৫
৬. রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক অধিকার--৩৭

তৃতীয় অধ্যায় ৪০-৫৭
ইতিহাসে মুসলিম নারীর অনন্য দৃষ্টান্ত

চতুর্থ অধ্যায় ৫৮-৮৫
নর ও নারী : একে অপরের পরিপূরক

বিবাহব্যবস্থা--৬২

কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ--৬২

ক. মানবজাতির সংরক্ষণ--৬২

খ. চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা--৬৩

গ. মনের স্থিরতা ও প্রশান্তি--৬৪

ঘ. জৈবিক চাহিদা পূরণের সঙ্গত পন্থা--৬৪

বিবাহের বিধান--৬৪

ক. প্রাথমিক প্রস্তাব--৬৪

খ. বিবাহচুক্তি--৬৫

গ. বিবাহচুক্তির সাক্ষী--৬৬

ঘ. অভিভাবকের উপস্থিতি ও একাত্মতা--৬৬

ঙ. মোহর পরিশোধ করা--৬৭

চ. প্রকাশ্যে বিবাহের ঘোষণা--৬৯

ছ. বিবাহ অনুষ্ঠান বা ওলিমা--৬৯

বিবাহপূর্ব প্রেম : একটি ভুল পথ--৬৯

এই অনিষ্ট রোধে--৭১

ক. তাকওয়া ও খোদাভীতি--৭১

খ. ঘরে প্রবেশে অনুমতি-প্রার্থনা--৭২

গ. একান্ত সাক্ষাৎ পরিহার করা--৭২

ঘ. দৃষ্টির হেফাজত--৭৩

ঙ. হিজাব ও পর্দা--৭৫

হিজাব শরীআহ-সম্মত হতে হলে--৭৬

প্রথম শর্ত--৭৬

দ্বিতীয় শর্ত--৭৬

তৃতীয় শর্ত--৭৬

চতুর্থ শর্ত--৭৭

পঞ্চম শর্ত--৭৭

ষষ্ঠ শর্ত--৭৭

সপ্তম শর্ত--৭৮
অষ্টম শর্ত--৭৮

একটি আক্ষেপ, একটি আকুতি--৭৮
পর্দানশীনরা পিছিয়ে থাকে না--৮১
দাম্পত্যজীবন--৮৪

পঞ্চম অধ্যায় ৮৬-১০২
দাম্পত্যজীবন : নারীর কর্তব্য

ভালো স্ত্রীর গুণাবলি--৮৭
১. উত্তম আনুগত্য--৮৭
২. পারিপাট্য ও সৌন্দর্য--৮৮
৩. স্বামীর ভালোবাসা অর্জন--৮৯
৪. অল্পেতুষ্টি--৯২
৫. হতাশ না হওয়া--৯৫
৬. সবর ও তাওয়াক্কুল--৯৬
৭. সুখে দুখে পাশে থাকে--৯৯
৮. কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততা--১০১

ষষ্ঠ অধ্যায় ১০৩-১৩০
দাম্পত্যজীবন : নারীর অধিকার

১. ভরণপোষণ--১০৪
অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধান বনাম স্বত্ব-স্বামিত্ব-প্রভুত্ব--১০৫

২. আলাদা ও আরামদায়ক বাসস্থান--১০৬
ঘরের কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা--১০৭
সে-ই সর্বোত্তম যে পরিবারের প্রতি সর্বোত্তম--১০৭
স্ত্রীকে সহযোগিতা করলে পুরুষের
অসম্মান হয় না--১০৭
নারীর দেবারও আছে, নেবারও আছে--১০৮
নারীর ওপর পুরুষের একটি বিশেষ মর্যাদা--১০৯
দোষগুণ মিলেই নারী--১০৯

৩. ন্যায় ও উত্তম ব্যবহার--১১০
গালিগালাজ, মারধর পরিহার করুন--১১১
উত্তম ব্যবহারের দাবি--১১৩
ক. হাসিখুশি থাকা--১১৩
খ. ভালোভাবে কথা বলা--১১৩
গ. আন্তরিকতা ও অন্তরঙ্গতা--১১৩
ঘ. ধৈর্য, উদারতা ও সহনশীলতা--১১৪
হযরত উমরের ধৈর্য ও উদারতার দৃষ্টান্ত--১১৪
ঙ. স্ত্রী ও তার পরিবারের সম্মান বজায় রাখা--১১৫
চ. স্ত্রীর মতামত যাচাই ও মূল্যায়ন--১১৬
ছ. স্ত্রীর স্বাস্থ্যসুরক্ষায় যত্নশীল হওয়া--১১৬
জ. স্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও কৃতার্থতা--১১৭
তিক্ত হলেও সত্য--১১৮
দায়িত্বহীনতার পরিণতি--১১৯
প্রকৃত সফল পুরুষ--১২১
মায়ের ভূমিকা এক, বাবার ভূমিকা অন্য--১২২
স্ত্রীর অবমূল্যায়ন করবেন না--১২৩
মুসলিম ভাই, একটু ভাবুন--১২৪
স্ত্রীর সাথে আমোদপ্রমোদ অনর্থক নয়--১২৪
পরিবারের জন্য খরচ করলে অধিক সওয়াব--১২৫
স্ত্রীর মনোরঞ্জন--১২৫
সন্তানদের প্রতি স্নেহ--১২৬
স্ত্রীর সাথে পরামর্শ--১২৬
এখনো কি সম্ভব?--১২৭
ড. সাইফ আল বান্নার বক্তব্য--১২৭
ড. সানা আল বান্নার বক্তব্য--১২৮

সপ্তম অধ্যায় ১৩১-১৩৫
একজন আদর্শ মা
মাহাত্ম্যের উৎসমূল, নেতৃত্বের লালনক্ষেত্র

অষ্টম অধ্যায় ১৩৬-১৬৪
শিশুর লালন-পালন

জন্মলগ্নে--১৩৬

১. শিশুর কানে আজান দেওয়া--১৩৬

২. তাহনীক করা--১৩৭

৩. সুন্দর নাম রাখা--১৩৭

৪. আকীকা--১৩৭

৫. সদকা--১৩৮

৬. খতনা--১৩৮

৭. স্তন্যদান--১৩৮

তিন বছর বয়স পর্যন্ত--১৩৯

বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত--১৪১

ক. ঈমানী তরবিয়ত--১৪১

১. আকীদা বিশ্বাস--১৪১

২. পিতামাতার আনুগত্য--১৪২

সাত বছর বয়সে--১৪২

১. পবিত্রতা ও নামায--১৪৩

২. রমযানে রোযা--১৪৩

সাত বছর বয়সে নামাযের নির্দেশের তাৎপর্য--১৪৪

৩. বিনয় ও মনোযোগিতা--১৪৪

৪. একমাত্র আল্লাহর জন্য--১৪৫

৫. আল্লাহর ধ্যান ও কল্পনা--১৪৬

খ. সামাজিক শিষ্টাচার--১৪৬

১. অন্যদের প্রতি ভালোবাসা--১৪৬

২. পানাহারের শিষ্টাচার--১৪৭

৩. শোয়ার আদব--১৪৮

৪. পরিচ্ছন্নতা--১৪৯

৫. দৃষ্টির শিষ্টাচার ও অনুমতিপ্রার্থনা--১৫০

গ. শিক্ষা-দীক্ষা--১৫১

ঘ. চারিত্রিক শিষ্টাচার--১৫৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামে নারী : মর্যাদা ও অবস্থান

আরবে নারীকে খাটো করে দেখা হতো। অবলা নারীর অধিকার নিয়ে তামাশা করা হতো। তার সম্মান ও সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হতো। অবশেষে ইসলামের আবির্ভাব হলো। এলো আলোকোদ্ভাসিত শুভ্র সমুজ্জ্বল জীবনবিধান। স্থাপিত হলো ন্যায়ের নিক্তি। নারী পেল সত্যিকারের মর্যাদা, মানবতার স্বাদ, অধিকারের আনন্দ, সমাজে সম্মানজনক দায়িত্বপালনের গ্রহণযোগ্যতা। ইসলাম তাকে প্রদান করল সুমহান মর্যাদার তাজ। তাকে ভূষিত করল সর্বোচ্চ সম্মানে।

সে নারী হিসেবে পরিবারের বোঝা নয়, জাতির জননী, নতুন প্রজন্মের লালনক্ষেত্র; স্ত্রী হিসেবে পুরুষের বোঝা নয়, সম্মানিতা জীবনসঙ্গিনী, যার আছে অগাধ অধিকার, অগণিত কর্তব্য; মেয়ে হিসেবে সমাজের বোঝা নয়, অমূল্য সম্পদ—তার ইজ্জত-আবরু, সম্মান-সম্ভ্রম সুরক্ষিত দুষ্টলোকের কুদৃষ্টি থেকে; প্রবৃত্তিকামীর লালসা থেকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

অর্থ : নারী তো পুরুষের সহোদর।[১]

---

১. আবু দাউদ।

অর্থাৎ নারী-পুরুষ একই মূল থেকে সৃষ্ট যুগল; একে অপরের পরিপূরক এবং সমকক্ষ; পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিযোগিতার নয়, সহযোগিতার; মানে-পরিমাণে, ধরনে-ধারণে ভিন্নতা থাকলেও মূল্যায়নে সমান।

যুগে যুগে নারীর যে অধিকারগুলো লঙ্ঘিত-লুণ্ঠিত হয়েছিল, ইসলাম সেই অধিকারগুলো তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল। নিচে গুরুত্বপূর্ণ এমনই কয়েকটি অধিকারের প্রতি ইঙ্গিত করার প্রয়াস পাব :

১. বেঁচে থাকার অধিকার

জাহেলি আরবে কন্যাশিশুদের বেঁচে থাকারই অধিকার হরণ করা হয়েছিল। বন্য-বর্বরেরা অভাব ও অপবাদের দোহাই দিয়ে মেয়েদের মেরে ফেলত। শিশুকন্যাদের জ্যান্ত পুঁতে ফেলত। তাদের এই কঠিন পাশবিকতাকে কঠিনভাবে লাগামবদ্ধ করে মহান আল্লাহ ঘোষণা দিলেন,

وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ .. بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

অর্থ : অচিরেই, যাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হয়েছিল, জিজ্ঞেস করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? –সূরা তাকভীর : ৮-৯

কন্যাশিশুর জন্মলাভে তারা লজ্জায় গুটিয়ে যেত। মহান আল্লাহ এই ঘৃণ্য মানসিকতার কঠোর সমালোচনা করলেন এভাবে,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ

يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُوْنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ
أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ

অর্থ : যখন কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার মুখ ক্রোধে কালো হয়ে যায়। তাকে যে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে তা তার কাছে এতই অপ্রিয় যে, সে সমাজ থেকে মুখ লুকানোর জায়গা খোঁজে। ভাবে, অপমান সয়ে নিয়ে একে রেখে দেবে, নাকি (এ জঞ্জাল) মাটিতে

পুঁতে ফেলবে? দ্যাখো, কত নিকৃষ্ট ছিল তাদের বিচার! –সূরা নাহল : ৫৮-৫৯

২. স্বত্বাধিকার ও হস্তক্ষেপ

ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকারও দান করেছে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْۤ اَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ

অর্থ : আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দান করছেন সন্তানদের ব্যাপারে। পুরুষ পাবে দুজন নারীর সমান। –সূরা নিসা : ১১

শুধু যে নামকাওয়াস্তে অধিকার দিয়ে রেখেছে তা নয়। হস্তক্ষেপের চূড়ান্ত ক্ষমতাও দান করেছে। সে তার সম্পদে কেনা-বেচা করতে পারে। দান-সদকা করতে পারে। এতে তার ইচ্ছাই চূড়ান্তভাবে কার্যকর হবে। সুতরাং স্বত্ব ও মালিকানায় ইসলামে সে স্বয়ংসম্পন্ন। সে চাইলে শরীআতনির্দেশিত পন্থায় নিজ সম্পদে যে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে।

৩. বিবাহপ্রস্তাব গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান

নারীও পুরুষের মতো মুমিন, বিশ্বাসী, সৎ জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার রাখে। তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কারও সাথে তাকে জুড়ে দেওয়া হবে এমন অধিকার কারও নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اَلْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ وَإِذْنُهَا صَمْتُهَا

অর্থ : নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিধবাই অধিক হকদার। এ ব্যাপারে অভিভাবকের কোনো কর্তৃত্ব নেই। কুমারীকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে। তার নীরবতা সম্মতি নির্দেশ করবে।[১]

---

১. সহীহ মুসলিম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন,

لَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتّٰى تُسْتَأْذَنَ وَلَا الثَّيِّبُ حَتّٰى تُسْتَأْمَرَ، فَقِيْلَ لَه : إِنَّ البِكْرَ تَسْتَحْيِي فَقَال : إِذْنُهَا صَمْتُها.

অর্থ : কুমারীকে বিবাহ দিতে হলে তার অনুমতিপ্রাপ্ত হতে হবে। আর বিধবাকে বিবাহ দিতে হলে তার নির্দেশপ্রাপ্ত হতে হবে। বলা হলো, কুমারী তো লজ্জা করবে। তিনি বললেন, তার নীরবতা তার সম্মতি নির্দেশ করবে।[১]

একবার হযরত খানসা রাযিআল্লাহু আনহা এলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে। মিনতি করলেন, তিনি একজন অকুমারী নারী; তাঁর পিতা তাঁকে তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ দিয়েছেন। ঘটনাটি যাচাই করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহটি ভেঙে দিলেন।[২]

৪. শিক্ষা অর্জনের অধিকার

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্র ছিল মসজিদ। কিন্তু এখন পরিবেশ পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। এখন জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্র হচ্ছে বিভিন্ন বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। যাই হোক, জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জনের অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَه وَلِيْدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا وأَدَّبَهَا فأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا ... فَلَهُ أَجْرَانِ

অর্থ : যদি কারও কোনো কন্যাশিশু থাকে, আর সে তার জ্ঞান ও শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থা করে, (নামে নয়, বরং) উত্তমভাবে; এবং শিষ্টাচার

১. সহীহ বুখারী।
২. সহীহ বুখারী।